আলমডাঙ্গার মোচাইনগরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৩

আলমডাঙ্গার মোচাইনগরে বিবাদমান সেচ পাম্পে পানি দেওয়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে তিনজন আহত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার বেলা ১১ টার দিকে উপজেলার গাংনী ইউনিয়নের মোচাইনগর গ্রামে এ ঘটনায় আহত তিনজনকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গাংনী ইউনিয়নের ওই ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য রাজা মিয়া সংঘর্ষের এতথ্য নিশ্চিত করেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার মোচাই নগর গ্রামের ইয়াহিয়া ও বাদলের মধ্যে একটি সেচপাম্পে পানি দেওয়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। ওই সেচপাম্পের মালিক বাদল। ইয়াহিয়া দীর্ঘদিন বিভিন্ন ফসলের খেতে পানি দেবার জন্য সেচপাম্পে কাজ করতেন। ইয়াহিয়া নিয়মিত জমির খেতে পানি না দেওয়ায় সেচপাম্প মালিক বাদল তার নিকট থেকে চাবি কেড়ে নেয়। শুক্রবার সকালে সেচ পাম্পে ইয়াহিয়া তার জমিতে পানি নিতে গেলে বাদলের সাথে তর্কবিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে উভয়ের মধ্যে বাগবিতণ্ডা শুরু হয়। পরে উভয় পক্ষ ধারালো দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এতে মৃত আবদাল মন্ডলের ছেলে ইয়াহিয়া (৬০), খোকন (৪০), ইয়াহিয়ার ছেলে ইসমাইল
(৪৫) গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন।

এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, এখনো কোন অভিযোগ পাইনি। যদি কেউ লিখিত অভিযোগ দেয়,তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গার ডম্বলপুরে গ্রাম্য চিকিৎসকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

আলমডাঙ্গা ডম্বলপুর গ্রামের তৌহিদুল ইসলাম (৪০)’র ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার হয়েছে। শুক্রবার সকালে গ্রামবাসী ডম্বলপুর ব্রীজের রেলিংয়ে দড়ি দিয়ে গলায় ফাঁস লাগনো অবস্থায় পানির মধ্যে ঝুলে থাকতে দেখেন তাকে। ব্রীজের পাশেই তার ব্যবহৃত মোটরসাইকেল,স্যান্ডেল ও টুপি পড়ে ছিল। ঘাসের উপর ধ্স্তাধস্তির চিহ্ন দেখতে পান এলাকাবাসী ।

থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে মর্গে প্রেরণ করেছে। সংবাদ পেয়ে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

পল্লি চিকিৎসক তৌহিদুল ইসলাম ডম্বলপুর গ্রামের মকবুল মন্ডলের ছেলে। সে এলাকায় পল্লি চিকিৎসক হিসেবে পরিচিত ও কালিদাসপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি।

স্থানীয়রা জানান,পল্লি চিকিৎসক তোহিদুল ইসলাম বৃহস্পতিবার রাতে ডম্বলপুর মোড়ের একটি দোকানে চা পান করেন। পরে দোকান থেকে উঠে চলে যান। তিনি রাতে আর বাড়ি না ফিরলে পরিবারের লোকজন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তাকে মোবাইল ফোনেও না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন তারা। এরই এক পর্যায়ে শুক্রবার সকালে ডম্বলপুর-মাধবপুর সড়কে নেংটা ব্রীজ নামক স্থানে রেইল বারের সাথে তার ঝুলন্ত মৃত দেহ দেখতে পায় এলাকাবাসি। গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ব্রীজের নীচে পানির মধ্যে ঝুলে ছিল তার লাশ। ব্রীজের অদূরে তার ব্যবহৃত মোটরসাইকেল ও মাথার টুপি এবং স্যান্ডেল পড়ে থাকতে দেখেন গ্রামবাসী। ঘাসের উপর ধস্তাধস্তির চিহ্ন ছিল বলে গ্রামবাসী জানান।

এটা কি হত্যা? নাকি আত্মহত্যা, এমন প্রশ্ন গ্রামবাসীর।

কালিদাসপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম (নুরু) বলেন, শুক্রবার সকালে ভাতিজা মোবাইলে জানায়, গ্রাম্য চিকিৎসক তহিদুলের ঝুলন্ত মরদেহ পাওয়া গেছে । আমি তাৎক্ষণিকভাবে আলমডাঙ্গা থানার ওসিকে মোবাইলের মাধ্যমে জানায়। পরে ঘটনাস্থলে এসে দেখি নেংটা ব্রিজের রেইল বারে তার লাশ দড়ি দিয়ে ঝুলানো। ব্রিজের

পাশেই পড়ে ছিলো তার ব্যবহৃত মোটরসাইকেল ও মাথার টুপি, স্যান্ডেল।
তিনি আরো জানান, নিহত তৌহিদুল এলাকার ভালো ছেলে হিসেবে পরিচিত। পূর্বশত্রুতার জের ধরে হয়তো হত্যার ঘটনা ঘটতে পারে। দ্রুত এই ঘটনার রহস্য উন্মোচন হোক এটা দাবি জানাই।

এদিকে, শুক্রবার সকাল থেকে ওই এলাকায় লাশ দেখতে উৎসুক জনতার ভিড় নামে।স্থানীয় জানান, চিকিৎসক তৌহিদুলকে আমরা অনেক দিন ধরেই চিনি। তিনি অত্যন্ত নিরিবিলি মানুষ ছিলেন। আমরা তার লাশ দেখে ধারণা করছি এটা কী পরিকল্পিত হত্যা নাকি আত্মহত্যা, বিষয়টি তদন্ত পূর্বক প্রশাসন দ্রুত প্রয়েজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে তারা মনে করেন।

সংবাদ পেয়ে চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর সার্কেল আনিসুজ্জামান,থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার নাম,ওসি তদন্ত একরামুল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

পুলিশ লাশের সুরতহাল রির্পোট সম্পন্ন করে লাশ ময়না তদন্তের জন্য মর্গে প্রেরণ করেন।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর সার্কেল আনিসুজ্জামান জানান, ব্রিজের রেইল বারের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় পল্লি চিকিৎসক তৌহিদুলের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে । ব্রিজের পাশেই তার ব্যবহৃত মোটর সাইকেল,স্যান্ডেল ও মাথার টুপি পাওয়া গেছে। প্রাথমিকভাবে এটা হত্যাকান্ড বলে মনে হচ্ছে, তবে আমরা তদন্ত করে বিস্তারিত জানাতে পারবো।

আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নে আওয়ামীলীগের কর্মি সভায় এমপি

ছেলুন

আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের আয়োজনে কর্মি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে বিনোদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এ কর্মি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন, আওয়ামীলীগ হলো মাটি ও মানুষের সংগঠন। এ সংগঠনে লাখ লাখ নেতাকর্মি রয়েছে। একটি দলের প্রাণ হলো কর্মি।যে দলের কর্মি নেই, সেই দল কোন দলই না। আজকে ডাউকি ইউনিয়নের এই কর্মি সভা জনসভায় রুপ নিয়েছে। আমি এই কর্মি সভায় কর্মিদের উপন্থিতি দেখে অত্যন্ত খুশি হয়েছি। আজকে বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করছে । দেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। বিশ্ববাসী স্বীকৃতি দিচ্ছেন। আপনারা জনগণের কাছে গিয়ে নৌকায় ভোট চান। আমাদের ভোট চাওয়ার মত যথেষ্ট অর্জন রয়েছে ।

আমরা এ উপজেলার প্রতিটি রাস্তাঘাটের উন্নয়ন করেছি,স্কুলের বিল্ডিং করে দেওয়া হয়েছে। বিনামীল্য কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে। মানুষ আজ সুখে শান্তিতে বসবাস করছে।

এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যার চেষ্টা করেছিলো পাকিস্তানিরা। বাংলার জনগণ একত্রে রাস্তায় নেমে আসেন। আমরা বঙ্গবন্ধুকে জেল থেকে মুক্ত করেছিলাম।

তিনি বলেন,মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নৌকায় ভোট চেঢেছেন।আমি নৌকায় ভোট চেয়ে তৃণমূলের নেতাকর্মিদের নৌকায় ভোট চাওয়ার আহবান জানাচ্ছি।

ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি খবির উদ্দিনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিনেবে বক্তব্য প্রদান করেন জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্নসাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খাঁন,

আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী, জেলা আওয়ামীলীগ নেতা শওকত আলী, আরশাদ উদ্দিন চন্দন,জেলা যুবলীগের সাবেক আহবায় আরেফিন আলম রঞ্জু,চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি আলাউদ্দিন হেলা, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আব্দুর রশীদ।

ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ সাধারণ সম্পাদক ও চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলামের পরিচালনায় কর্মি সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহসভাপতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা,পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক, যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু,উপজেলা ভাইচ চেয়ারম্যান সালমুন আহমেদ ডন,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী খালেদুর রহমান অরুন, আলম হোসেন,আতিয়ার রহমান, মাসুদ রানা তুহিন, কুমারী ইউপি চেয়ারম্যান আবু সাইদ পিন্টু,সোহানুর রহমান সোহান,আসাদুল হক মিকা,জয়নাল আবেদীন,আব্দুল খালেক,রোকুনুজ্জামান নাহিদ,খাইরুল ইসলাম চুন্নু , সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আশরাফুল, ছাত্রলীগ নেতা আব্দুল্লাহ হোসাইন বাদসা,হাসান, গোলাম ছরোয়ার শামিম,রকি প্রমুখ।

আলমডাঙ্গার মোল্লা গ্রুপের চেয়ারম্যান ব্যবসায়ী সহিদুল হক মোল্লাকে সংবর্ধনা

দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠন এফবিসিসিআই নির্বাচনে পরিচালক পদে বিপুল ভোটে বিজয়ী আলমডাঙ্গার বন্ডবিল গ্রামের কৃতি সন্তান দেশের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোল্লা গ্রুপের চেয়ারম্যান সহিদুল হক মোল্লা শিপলেনকে বন্ডবিল গ্রামের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

আজ সোমবার বিকেলে বন্ডবিল গ্রামে এ সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। এর পূর্বে সহিদুল হক মোল্লাকে মোটর সাইকেল শোভাযাত্রার মাধ্যমে সংবর্ধনা সভায় নিয়ে আসা হয়। পরে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছায় শিক্ত করেন গ্রামবাসী।

সংবর্ধনা সভায় প্রধান অতিথির বত্তব্যে শহিদুল হক মোল্লা বলেন, এফবিসিসিআই সংগঠনটি বাংলাদেশের সবচেয়ে শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠন।এ সংগঠনের একজন পরিচালক হিসেবে বিজয় অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ। দেশের বড় বড় ব্যবসায়ী সংগঠনের ভোটের মাধ্যমে বিজয় অর্জন করতে হয়। এফবিসিসিআই এর ভোট ইন্টার ন্যাশনাল ভোট, সংসদে যেমন ৩০০ আসনে ভোট হয়, এফবিসিসি আই এর সভাপতিসহ ৮০ জন। ৩৩ জন এসোসিয়েশন,২৩ জন চেম্বার আর ডিরেক্ট কিছু আসে। যাহোক আপনাদের সকলের দোয়ায় আমি নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছি। এই বিজয়, আলমডাঙ্গার মানুষের বিজয়,এটা বন্ডবিল গ্রামের মানুষের গর্বের বিষয়।

তিনি বলেন,মন্ত্রী এমপিদের মততো আমাদের সুযোগ নেই,তবে আমরা দেশের জন্য কাজ করবো। দেশের বাইরে থেকে আমরা বিনিয়োগ নিয়ে আসবো। ইতপূর্বে আমরা দেশের জন্য সাড়ে ৯:হাজার কোটি টাকার হালাল খাদ্য নিয়ে এসেছিলাম।

তিনি আরও বলেন,আমরা মুজিব বর্ষ উপলক্ষে আলমডাঙ্গা উপজেলায় কয়েকটি ঘর নির্মাণ করে দিয়েছি,আমাদের বন্ডবিল গ্রামে যদি কারো ঘর না থাকে আমার মেজো ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা করে দিবো। এছাড়াও গ্রামের মানুষের সহযোগিতায় আমাদের হাত প্রসারিত থাকবে।

সালাউদ্দিন পিনটুল মোল্লার সভাপতিত্বে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহ-সভাপতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শিপলেন মোল্লার মেজো ভাই লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা।

এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন ছোট ভাই আমিনুল হক অপু মোল্লা, ভাতিজা টিংকু মোল্লা, স্বজল মোল্লা, ৯ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাইফুল ইসলাম। সাবেক কাউন্সিলর মামুন আর রশিদ হাসানের উপস্থাপনায় আরও উপস্থিত ছিলেন স্কুল শিক্ষক বাবু, শফি উদ্দিন মোল্লা, পারভেজ হোসেন, ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি শহিদ মোল্লা, সাধারণ সম্পাদক শাফায়েতুল ইসলাম, ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ নেতা সৈয়দ আলী, মসজিদের খতিব হাজি হানেফ আলী।

এদিকে, আলমডাঙ্গায় ৮৯ ব্যাচ বন্ধু সংগঠনের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই’র পরিচালক পদে বিজয়ী আলমডাঙ্গার কৃতি সন্তান সহিদুল হক মোল্লাকে সংবর্ধনা প্রদান করেন।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকারের অভিযান; দুটি হোটেলে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালিত হয়েছে। সোমবার দুপুরের পৌর এলাকার হাউসপুর দুটি হেটেলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরী ও বিক্রির অভিযোগে ওই দুটি হোটেলে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জানা গেছে,চুয়াডাঙ্গার ভোক্তা অধকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সজল আহম্মেদের নেতৃত্বে আলমডাঙ্গার হাউসপুরে দুটি হোটেলে ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে নোংরা ও অন্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরী ও বিক্রির অভিযোগে ২০০৯এর ৩৮/৪৩ ধারায মেসার্স মন্ডল মিষ্টান্ন ভান্ডারে ৫ হাজার ও মেসার্স মহুয়া মিষ্টান্ন ভান্ডারে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ অভিযানের সহযোগিতায় ছিলেন আলমডাঙ্গা থানার এসআই মেজবাসহ একদল পুলিশ ফোর্স।

আলমডাঙ্গার জেহালা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের উদ্যোগে কর্মি সভা

আলমডাঙ্গার জেহালা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের উদ্যোগে কর্মি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে জেহালা ফুটবল মাঠে এ কর্মি সভার আয়োজন করা হয়। কর্মি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ছেলুন জোয়ার্দ্দার ছেলুন বলেন,আওয়ামীলীগের সরকার ক্ষমতায় আসলে উন্নয়ন হয়,আর বিএনপি,জামাত ক্ষমতায় আসলে সন্ত্রাস বাড়ে,তারা যদি আবারও ক্ষমতায় আসে তাহলে আজ ১৫ বছর ধরে আপনারা শান্তিতে ঘুমাচ্ছিলেন সেই ঘুম হারাম হয়ে যাবে,সন্তাস বাড়বে,চান্দা দিতে দিতে জান ক্ষারাপ হয়ে যাবে। শেখ হাসিনা বলেছিল প্রত্যেকটি গ্রামকে শহর করব,করেছে,যদি রাস্তাঘাটের উন্নয়ন এবং ইলেট্রিসিটি থাকে তাহলে তাকে কি শহর বলবেন না।আজকে জেহালা ইউনিয়নের এমন কোন রাস্তা নেই যে রাস্তায় কাজ হয়নি,মনে করে দেখেন তো আজ থেকে ১৫ বছর আগে ঐ গড়গড়ি থেকে অন্য কোন গ্রামে যেতে গেলে কি অবস্থা হতো,এখন সেই রাস্তাগুলো দেখেন,সব পিচকরন রাস্তা হয়ে গেছে,।

এক সময় এখানকার সব রাস্তায় কাঁচা ছিল আজ সবই পাকা হয়েছে।আমি তো বল্লাম আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে মানুষের উন্নয়ন হয়, রাস্তা পাকা হয়।পাশে যে স্কুল দেখছেন স্কুলের বিল্ডিং করে দেওয়া হয়েছে,বালিকা বিদ্যালয়ে বিল্ডিং করে দেওয়া সহ ইউনিয়নের স্কুল গুলোতে বিল্ডিং হয়েছে। বিএনপি-জামায়াতের সময় সন্ত্রাস ছিল, আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসার পর সন্ত্রাস দমন করা হয়েছে। মানুষ আজ সুখে শান্তিতে বসবাস করছে,রাতে শান্তিতে ঘুমাতে পারে। মনে রাখবেন তৃনমুলের নেতা কর্মিরাই দলের প্রান,তাই তৃনমুলের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে,আপনাদের শক্ত হাতে হাল ধরতে হবে। সামনে ভোট, এখন অনেক নেতা আসবে ভোট চাবে,টাকা খরচ করবে,আপনারা চিন্তা করবেন না,অবৈধ পথে উপার্জন করা টাকা জনগনের মাঝে বিলাচ্ছে বিলাতে দেন,কারন ঐ টাকায় আপনাদের হক আছে।

আমরা আজ ৬০ বছর ধরে নেতা কর্মিদের পাশে আছি,তাই আজও অনেক গ্রামের নেতাকর্মিদের ঠিকমত নাম মুখস্ত করে রাখতে পারি নি,আর তুমি মিয়াতো বসন্তের কোকিল,দুদিন পর আর তেমাকে খুজে পাওয়া যাবেন। একটা গল্প মনে পড়ে গেল,একজন গরিব মানুষ ভোটের সময় ঐরকম বসন্তের কোকিলের বাড়ি গিয়েছে,পানি খাতি চায়েছে,তো তারা একটা বোতল নিয়ে মুখ খোলার পর ফস করে উঠেছে,ঐলোকতো একটু চমকিয়ে গেছে,যাহোক ঠান্ডা পানি খেয়ে সে চলে গিয়েছে,ভোটের পর একদিন আবার ঐলোক তার বাড়ী গিয়েছে,পানি খাতি চাইলে ওরা কলের পানি নিয়ে আসে দিয়েছে,লোকটা বলছে হাগো বাবারা এবার তো ফস করলো না,তো ওরা বলছে সবসময়কি ফসকরে বাবা। তে এরা হটাৎকরে আসে ফস করাবে, যতপারেন ফস করান,কারন ভোটের পর ওদের আর খুজে পাবেন না,আমি সেলুন আজিবন আপনাদের পাশে ছিলাম ভবিস্যতেও থাকব।

আপনারা যারা দলের কর্মি আছেন আপনারা সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে ভোট চান। ভোট চাওয়ার মত অনেক অর্জন রয়েছে আমাদের। যারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল তারা আবারও ষড়যন্ত্র করছে। বঙ্গবন্ধুর অপরাধ তিনি সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন,তাই বঙ্গবন্ধুকে ঘাতকরা হত্যা করে,যারা মুক্তিযুদ্ধ চাই নি তারা স্বড়যন্ত্র করে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল,সেদিন মানবাধিকার কোথায় ছিল। আজকে মানবাধিকারের কথা বলেন। আমেরিকা আমাদের উপর ভিসা নিতি করে ভিসা বন্ধ করতে চাই,বঙ্গবন্ধু কন্যা আমেরিকায় বসে বলেছেন,তোমরা আমাদের উপর ভিসা নিতি প্রয়োগ করে ভিসা বন্ধ করলে তোমাদেরও বাংলাদেশে আসা বন্ধ করে দেব।এর নাম বঙ্গবন্ধু কন্যা বিশ্বনেন্ত্রী শেখ হাসিনা। আমেরিকা আপনারা বড় দেশ, আপনাদের মত থাকেন, আমাদের উপর লাঠি ঘোরানোর চেষ্টা করেন না। এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন,তৃণমূলের নেতা কর্মিদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। ৭১ সালে আমরা তরুনরা যেভাবে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিলাম, আজকে ছাত্রলীগ যুবলীগকে প্রস্তুত থাকতে হবে। যে কোন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

জেহালা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি হাসানুজ্জামান হান্নানের সভাপতিত্বে কর্মি সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন, জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি খুস্তার জামিল, জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দার টোটন, সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান, মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস,সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, শওকত মিয়া, জেলা যুবলীগের সাবেক আহবায়ক আরেফিন আলম রঞ্জু,চুয়াডাঙ্গা সদর পৌর আওয়ামীলীগের,সম্পাদক, আব্দুল কাদের, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহসভাপতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা,হামিদুল ইসলাম, পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু,উপজেলা ভাইচ চেয়ারম্যান সালমুন আহমেদ ডন,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আলম হোসেন,আতিয়ার রহমান, মাসুদ রানা তুহিন, জেলা পরিষদের সদস্য মাসুম,মজনুর রহমান,ইউপি চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলাম,বীর মুক্তিযোদ্ধা উম্বাদ আলী,রেফাউল ইসলাম।

ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক হান্নান মাষ্টারের উপস্থাপনায় আরোও উপস্থিত ছিলেন নাগদাহ ইউপি চেয়ারম্যান এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল জোয়ার্দ্দার, নাগদাহ ইউনিয়নের নজরুল ইসলাম সোনা জোযার্দার, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আশরাফুল, বীর মুক্নুতিযোদ্ধা নুরুজ্জামান

লাল্টু, ছাত্রলীগ নেতা গোলাম ছরোয়ার শামিম, বাদসা,রকি প্রমুখ।

আলমডাঙ্গা আওয়ামীলীগের কর্মি সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বিএনপি-জামায়াতের নির্বাচন বানচালের অপচেষ্টা রুখে দিতে ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন মূলক কাজগুলো গণ মানুষের মাঝে তুল ধরতে আওয়ামীলীগ, যুবলীগ,ছাত্রলীগ, কৃষকলীগ ও সহযোগি সংগঠনের আয়োজনে আলমডাঙ্গায় কর্মি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববার বেলা সাড়ে ১১ টায় আলমডাঙ্গা টকিজ সিনেমা হলে এ কর্মি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মি সমাবেশে প্রধান অতিথির হিসিবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপ কমিটির সদস্য দিলীপ কুমার আগরওয়ালা।

প্রথান অতিথির বক্তব্যো দিলীপ কুমার আগরওয়ালা বলেন,আমরা জননেত্রী শেখ হাসিনার নৌকাকে আবারও বিজয়ী করতে কাজ করে যাচ্ছি।মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশে যে উন্নয়ন করেছেন তা জনগণের মাঝে তুলে ধরতে আমরা মানুষের কাছে যাচ্ছি নৌকা যার আমরা সবাই তার, শেখ হাসিনার সরকার বার বার দরকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশে যে উন্নয়ন করেছে,আমরা তা জনগণের মাঝে তুলে ধরতে মানুষের কাছে যাচ্ছি। যারা ভোট কেন্দ্রে যায় না,আগামী নির্বাচনে তাদের ভোট কেন্দ্রে যাবার জন্য উদ্বুদ্ধ করছি। ভোট আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার,সেজন্য ভোট দিতে যাবো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন জনগণ যদি আমাদের ভোট দেয় তাহলে আমরা ক্ষমতায় যাবো।

তিনি বলেন,আসন্ন নির্বাচন বানচাল করতে বিএনপি-জামায়াত ষড়যন্ত্র করছে। নির্বাচন বানচালের চক্রান্ত করবে,তাদের সেই চক্রান্ত আমাদের রুখ দাঁড়াতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই কথাগুলোই আমরা বলছি।
নৌকা মঞ্চের আহবায়ক জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক তথ্য ও গবেষনা বিষয়ক সম্পাদক কাউসার আহমেদ বাবলুর সভাপতিত্বে এ সমাবেশে প্রধান বক্তা

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক অগ্নিসেনা মঈনদ্দীন পারভেজ,পদ্মবিলা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আবু তাহের বিশ্বাস, মোমিনপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক জোয়ার্দ্দার,কুতুবপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান শাখাওয়াত হোসেন টাইগার,খাদিমপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম মন্ডল, গাংনি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান ।

জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক চিৎলা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান জিল্লুর রহমানের উপস্থাপনায় আরও উপস্থিত ছিলেন কালিদাসপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি আবু তালেব,আওয়ামীলীগ নেতা দেবেন্দ্র নাথ দোবে বাবুলাল, বেলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মাহাবুবুর রহমান, জেলা যুবলীগের সদস্য তপন কুমার বিশ্বাস, আলমডাঙ্গা উপজেলা যুবলীগেরর যুগ্ম আহবায়ক একেএম রাসেল পারভেজ রাজু, বেলগাছি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি রেজাউল হক, সাইদ মেম্বার প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় চোরাই মোবাইলসহ যুবক আটক

আলমডাঙ্গার বাবুপাড়া এলাকায় পুলিশের অভিযানে আন্তঃজেলা চোরাই মোবাইল ক্রয়-বিক্রেতা আলম হোসেন নামের এক যুবককে আটক করেছে।

আজ রবিবার দুপুর ২ টার দিকে পৌর এলাকা থেকে দুটি চোরাই মোবাইল ও নগত ১৫ শত ৬০ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ।

আটকৃত যুবক পাবনা জেলার লাউদাড়া থানার দ্বীপচর এলাকার শহিদুল ইসলামের ছেলে আলম হোসেন (৩৪)। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে বলে জানাগেছে।

পুলিশ জানায়, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার বাবুপাড়ার লক্ষণ কর্মকারের দোকানের নিকট চোরাই মোবাইল ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) সঞ্জিত কুমার সাহা সঙ্গীয় ফোর্স অভিযান চালায়। এসময় ওই এলাকা থেকে আলম হোসেন নামের এক যুবককে আটক করে। তার নিকটে থাকা দুটি মোবাইলের সঠিক তথ্য দিতে ব্যর্থ হয়।

পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে সে চোরাই ফোন ক্রয়-বিক্রয় করেন বলে স্বীকার করেন। তার নিকটে থাকা দুটি মোবাইল জব্দ সহ ১৫ শত ৬০ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। যুবক আলমের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় চুরি আইনে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সংশ্লিষ্ট মামলায় কোর্ট পাঠাবে পুলিশ।

আলমডাঙ্গায় তুচ্ছ ঘটনায় শাশুড়িকে কুপিয়েছে পুত্রবধূ ইয়াসমিন

আলমডাঙ্গায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিপালী খাতুন (৪৮) নামের এক নারীকে কুপিয়েছে তারই পুত্রবধূ ইয়াসমিন।

গতকাল শনিবার আলমডাঙ্গা উপজেলার চিৎলা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহত শিপালী খাতুন একই গ্রামের বউবাজার পাড়ার ইয়াকুব আলীর স্ত্রী।

জানা গেছে, সাংসারিক টুকিটাকি কাজ নিয়ে পুত্রবধূ-শাশুড়ির মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ায় সকালে বটি দিয়ে শাশুড়ীকে কুপিয়েছে পুত্রবধূ। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় শেফালীকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. ওয়াহেদ মাহমুদ রবিন বলেন, শিপালী খাতুনের মাথায় চারটি সেলাই দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ভর্তি করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ইউপি আ’লীগের কর্মি সভায় এমপি ছেলুন

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের আয়োজনে কর্মি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার বিকেলে নাগদাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ কর্মি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মি সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন,আওয়ামী লীগের শক্তিহলো, তৃণমূলের নেতাকর্মি। যে দলের কর্মি নেই সে দল কোন রাজনৈতিক দল নয়। আজকে আপনারাই হলো আওয়ামীলীগের মূল শক্তি। আপনারা আছেন বলেই আওয়ামীলীগ আছে। নিজেদের মধ্যে কোন বিভেদ রাখা যাবেনা। আজকে নতুন করে ৭১ পরাজিত শত্রু বিএনপি-জামায়াত ষড়যন্ত্র করছে। তারা আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে বিদেশীদের কাছে ধর্ণা দিচ্ছে। এদেশে কারা ক্ষমতায় যাবে তা নির্ধারণ করবে এদেশের জনগণ। কোন বিদেশী শক্তি আপনাদের ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে না ।

এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন,দেশ স্বাধীনের পর বঙ্গবন্ধু যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি দেশের যখন পূণর্গঠনের কাজ শুরু করলেন তখন পরাজিত শত্রুরা বঙ্গবঙ্গুকে সপরাবারে হত্যা করলো। সেদিন জিয়াউর রহমান সংসদে ইনডেমিনিটি বিল পাশ করে হত্যার বিচার বন্ধ করেছিল। সেদিন কিন্তু মানবাধিকারের কথা বলে নাই।আজকে মানবাধিকার মানবাধিকারের কথা বলছে।

আজকে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার ন্বপ্ন তার সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছন।
উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রাখতে আবারও নৌকাকে বিজয়ী করতে হবে।

নাগদাহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের (ভারপ্রাপ্ত) সভাপতি মো. মুনসুর আলী মোল্লার সভাপতিত্বে কর্মী সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমঙ্গীর হান্নান, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা,সাধারণ সম্পাদক

ইয়াকুব আলী , জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খান, জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সদস্য নজরুল ইসলাম, সোনা মিয়া,জেলা আওয়ামীলীগ নেতা আরেফিন মিয়া রঞ্জু, চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি আলাউদ্দিন হেলা, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের, নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল জোয়ার্দ্দার সাবেক প্রচার সম্পাদক শওকত আলী, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আ: রশিদ, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন, আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্নসাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সাবেক সভাপতি আশিক ইকবাল স্বপন, এ্যাড. মকলেছুর রহমান।

কর্মী সভাটি সঞ্চালনা করেন নাগদাহ ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান হায়াত।

এদিকে নাগদাহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কর্মী সভাকে ঘিরে সর্বত্র সাজ সাজ রব পড়ে যায়। দীর্ঘ রাজনৈতিক বিরোধের মাঝে শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত এ সভায় ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ড এবং গ্রাম থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে নেতাকর্মীরা উপস্থিত হন। বিকাল ৩টায় কর্মী সভা শুরু হওয়ার আগেই কয়েক হাজার নেতাকর্মী সমাবেশস্থলে জড়ো হন। একপর্যায়ে কর্মী সভা বিশাল জনসমাবেশে পরিণত হয়।